হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর অনুকরণ কর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উসওয়াতান হাসানা" (সুরাহ আহযাবঃ২১)। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেনঃ "রাসুলুল্লাহ তোমাদের জন্য একজন অতি সুন্দর উদাহরণ"। তোমাদের উনাকে অনুকরণ করবে। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর অনুকরণ কর। তোমরা মর্যাদা লাভ করবে এবং উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লোকেরা এখন আর উনাকে অনুকরণ করছে না এবং যাদেরকে অনুকরণ করা উচিত নয় তাদের অনুকরণ করছে। এবং তারা কারা? তারা পশ্চিমাদের মত হতে চায়। গত ১৫০-২০০ বছরে এই শয়তানী প্রথমে এক শ্রেণীর ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং পরে পুরো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছে। যত নিরর্থক কাজ আছে তার বেশীর ভাগই আসে পশ্চিম থেকে।

তারা ভাবে যে তারা উন্নত। তারা ভাবে তারা উন্নত মানুষ, ঈর্ষা করার মত মানুষ। তাদেরকে ঈর্ষা করার মত আদৌ কিছু নেই। তাদের অভ্যাসও ভালো নয়, তাদের জীবনধারাও ভালো নয়। যদি বুদ্ধি দিয়ে দেখা হয়, বাহ্যিকভাবে বা আভ্যন্তরীণভাবে, তারা ঈর্ষা করার মত মানুষ নয়। হতে পারে তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতি তৈরী করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আমাদের কাছে তারা শুধু তাদের খারাপ কৌশলগুলোই পাঠাচ্ছে। তাদের কিছু ভালো অভ্যাস আছে কিন্তু আমরা সেগুলো অনুকরণ করছি না। শয়তান চায় না আমরা সেই অভ্যাসগুলোর অনুকরণ করি, বরং আমাদেরকে সে নির্দেশ দেয় এবং শেখায় শুধু তাদের খারাপ অভ্যাসগুলো অনুকরণ করতে।

এই জন্যই মানুষেরা এই অবস্থায় পতিত হয়েছে। কারণ তারা পশ্চিমাদের ভালো দিকগুলো ত্যাগ করেছে, যে দিকগুলো ঈর্ষা করার মত, এবং ঈর্ষা না করার মত দিকগুলোর দিকে তাকিয়েছে। মানুষেরা পশ্চিমাদের খারাপ অভ্যাসগুলো নিয়েছে, তারা যেসব খারাপ কাজ করে সেগুলোকে নিয়েছে উদাহরণ হিসেবে। অতএব, মানুষকে তাদের বোধ ফিরে পেতে হবে এবং তাদের নিজেদের মূল্য জানতে হবে। তারা যেন আল্লাহ্‌র দান করা এই বিশাল মর্যাদা এবং বিশাল বারাকাত চিনতে পারে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া যে আমরা মানুষদের মাঝে ভাগ্যবান। আল্লাহ্ আমাদের উম্মাতি মুহাম্মাদের ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে বড় মর্যাদা আর নেই, আর কিছু ঈর্ষা করারও নেই। একটি জিনিসই ঈর্ষা করার মত এবং তা হচ্ছে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর রাস্তা। তুমি যত সেই পথে থাকবে তত উপরে উঠবে। যত দূরে যাবে তত নীচে নামবে এবং তোমার মূল্য কমবে। তোমার দাম পাঁচ পয়সাও হবে না। আল্লাহ্ শুধু তখনই তোমাকে সাহায্য করেন যখন তুমি সত্যের দিকে ফিরে আসো। তিনি তখন তোমাকে উনার নিয়ামাত দান করেন, তোমাকে সমুচ্চ করেন এবং তোমাকে সাহায্য করেন। যত তুমি উনার পথ ত্যাগ করবে তত অনিষ্ট তোমার উপরে পতিত হবে। তাই আমাদেরকে এর মূল্য জানতে হবে।

এই বারাকাত একটি অমূল্য বারাকাত। চল আমরা তার মূল্যায়ন করি যদি সামান্যও হয়। এত বিশাল বারাকাতের মূল্যায়ন আমরা না করে পারি না। এটির মূল্য এত বেশী যে তা কোন মানুষের মাথায় বা কল্পনায়ও ঢুকবে না। তবুও তার মূল্যায়ন আমাদেরকে করতে হবে, সামান্য হলেও। আল্লাহ্ যেন আমাদের তাদের মাঝে সামিল করেন যারা এর মূল্যায়ন করে ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১০ জানুয়ারী ২০১৭/১২ রাবিউল আখির ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।